Made with Xodo PDF Reader and Editor

কে জান্নাতি

প্রণেতা

বুলবুলে বাঙ্গাল,তাজদারে খিদিরপুর, শিরিন কালাম লেহানে দাউদির অধিকারী হজরত আল্লামা মওলানা সৈয়দ শাহ কুতুবুদ্দিন আখতার আলী আলক্বাদেরী রহঃ

(খিদিরপুর দরবার শরীফ)

সঙ্কলোন ও সরলিকরন

বাতিলের আতঙ্ক, শের এ বাঙ্গাল, শাগিরদে মুযতার নায়বে আখতার পিরে তারিকাত রাহবারে শরিয়ত

হজরত মওলানা মুফতি সৈয়দ শাহ গোলাম মুস্তারশিদ আলকাদরী

(সাজ্জাদা নশিন খিদিরপুর দরবার শরীফ,খিদিরপুর কলকাতা ৭০০০২৩)

সাজ্জাদানাশিন খানক্বাহে পীরানে পীর খিদিরপুর দরবার শরীফ খিদিরপুর,কলিকাতা ৭০০০২৩	প্রতিষ্ঠাতা জামেয়া মুরশিদিয়া আখাতারিয়া ফায়জানে আহলে বায়েত পশ্চিম হিমচি,নবগ্রাম,বারুইপুর,দঃ২৪ পরাগনা

Made with Xodo PDF Reader and Editor

প্রথম প্রকাশনাঃ- হিজরি ২০শে জমাঃআউঃ ১৪০৫

বঙ্গাব্দ ২৭ শে মাঘ ১৩৯১

ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫

পুনরমুদ্রনঃ হিজরি ২২ শে জমাঃআউঃ ১৪৪৬

বঙ্গাব্দ ৮ই পৌষ ১৪৩১

ইং ২৪শে ডিসেম্বর ২০২৪

প্রাপ্তি স্থান

জামিয়া মুরশিদিয়া আখতারিয়া ফায়াজানে আহলে বায়েত

হিমচি নবগ্রাম বারুইপুর দক্ষিন ২৪ পরাগনা

পৃষ্ঠঃ-৩২

মুল্যঃ-

যোগাযোগঃ- ৭৪০৭৯৯৩৫২২/৮২৫০৩৭৩৭৯২

কম্পোযারঃ হজরত মওলানা মুফতি হাসনায়ন হায়দার

(শিক্ষক জামেয়া মুরশিদিয়া আখাতারিয়া ফায়যানে আহলে বায়েত)

প্রকাশনায়ঃ-জামিয়া মুরশিদিয়া আখতারিয়া ফায়যানে আহলে বায়ত

হিমচি,নবগ্রাম, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

Made with Xodo PDF Reader and Editor

নজর

(উৎসর্গ)

আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তার সমস্ত আল আওলাদ এবং সাহাবায়ে কেরাম যাঁহাদের মহব্বত নাজাতের জন্য যথেষ্ট তাঁহদের পবিত্র রুহ পাকের উদ্দেশ্যে।

Made with Xodo PDF Reader and Editor

কেতাব সম্পরকে কিছু কথা

কে জান্নাতি কেতাবটি আমার আকা ও মওলা আমার মুরশিদে বারহক আমার পিতা সৈয়দ শাহ কুতুবুদ্দিন আখতার আলী আলক্বাদেরী রহমতুল্লাহি আলাইহে আজ হতে ৪০ বছর পূর্বে লিখলে ও এই কেতাব আজকের যুগে ও সমান উপযোগী। এবং পাঠকের হেদায়াতের কারণ হবে ইন শা আল্লাহ তাই অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমি তানার উত্তারাধিকারি হিসাবে এই কেতাবের পুনর্মুদ্রণের বিবেচনা করলাম কারন বর্তমানে বাতিল ফেরকাদের দৌরাত্ম অনেক বেড়েছে এবং তারা আমাদের সাথে এমন ভাবে মিশে গেছে যে তাদের থেকে সাবধান হওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে তাই এই কেতাব পুনরায় ছাপাবার চিন্তা করে যখন পড়া সুরু করলাম তো আশ্চর্য হলাম যে এই কেতাব আজ ও কতটা প্রাসঙ্গিক তবে এই কেতাবে কিছু যায়গায় যুগের অনুজাই অসম্পূর্ণতা ছিল যেমন দলিল হিসাবে বাংলা অক্ষরে আরবীর উচ্চারন ছিল কিন্তু আরবী এবারত ছিল না ফলে উচ্চারন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাই মুল আরবী এবারত ও দেওয়া হয়েছে তার সাথে নতুন করে পূর্ণ হাওয়ালা হাদীস নং সহ দেওয়া হয়েছে বিরুদ্ধবাদিদের কেতাব থেকে তাদের যে এবারত দেওয়া হয়েছে তাতে আসল উর্দু ও ফারসি সহ দেওয়া হয়েছে নতুন করে পৃষ্ঠা নং সহ দেওয়া হয়েছে আরবী উচ্চারন গুলি কোথাও টাইপিঙের কারনে এদিক ওদিক হয়েছিল সেগুলি ঠিক করা হয়েছে ভাষা কে আরো সরল করা হয়েছে।

Made with Xodo PDF Reader and Editor

শেষে মওলা পাক শীয়াদের খন্ডনে তানার দেওয়ানে যে সকল কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে যাতে বর্তমান যারা শিয়া ঘেষা হয়ে যাচ্ছে তাদের সংশোধন হয়ে যায়।

তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই দোয়া যেন আমার এই প্রচেষ্টা সফল হয় এবং তার হাবীবের ওয়াসিলায় আমার তথা আমার মুরিদান বৃন্দের নাজাতের মাধ্যম হয়। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন বেজাহে সৈয়েদিল মুরসালিন ওয়া আলা ওয়ালাদেহি গওসিল আজাম আমিনুল মাতিন।

ইতি

বান্দায়ে খাক সার

সৈয়দ শাহ গোলাম মুস্তারশিদ আলক্বাদেরী

Made with Xodo PDF Reader and Editor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাক্বিমা সিরাত্বাল লাযিনা আন আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়া লা দ্বাল্লিন।

আল কোরান

চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলে। চালিয়ো না সেই পথে যে পথে তোমার অভিসাপ রয়েছে এবং যারা পথ ভ্রষ্ট

* * * * * * * *

مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا؛ نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا؛ غَرِقَ "

মাসালো আহলে বায়তি কাসাফিনাতে নুহিন মান রাকেবাহা নাজা ওয়া মান তাখাল্লাফা আনহা গারেক্বা

আলহাদীস

আমার আহলে বায়েত নুহ(আলাইহিস সালাম) এর নৌকার মত যারা এতে সাওয়ার হয়েছে তারা নাজাত পেয়েছে আর যারা বিরোধিতা করেছে ধংশ হয়ে গেছে।

Made with Xodo PDF Reader and Editor

৭৮৬/৯২/৯১৭

এই পৃথিবীতে ইসলামের নামে বিভিন্ন দল বিভক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই বলছে যে আমরাই হক পথে আছি। সুতরাং এই কথার সত্যতা যাচাই করতে হলে আজ থেকে ১৪০০ বছরর পূর্বে নবীয়ে দোজাহান আলাইহিস সালাম নিজ পবিত্র জবান হতে কি বলেছেন দেখুন।নিচে বর্ণিত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে কোন দল প্রকৃত ইসলামের পথে এবং হক্ক পথে আছে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

“ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,তাফতারেকু উম্মাতি আলা সালাসিন ওয়া সাবইনা মিল্লাতান কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা,ক্বালু মান হিয়া ইয়া রাসুলাল্লাহ? ক্বালা মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী”

অর্থঃ- খুব সিঘ্রই আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্তে হয়ে যাবে তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া বাকি সকলেই জাহান্নামি। সাহাবাগন আরজ করলেন তারা কারা ইয়া রাসুলাল্লাহ। নবীয়ে দোজাহান আলাইহিস সালাম ফারমাইলেন তারা সেই পথে কায়েম থাকবে যে পথের উপর আমি এবং আমার সাহাবগন রয়েছি। তিরিমিযি হাদীস নং ২৬৪১

অন্য এক হাদীসের মধ্যে এরশাদ করেছেন যে,-

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطًّا. ثُمَّ قَالَ: " هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ "، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ: " هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ "، وَقَرَأَ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ}

Made with Xodo PDF Reader and Editor

ওয়া আন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ ক্বালা খাত্তা লানা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাত্তান সুম্মা ক্বালা হাযা সাবিলুল্লাহি সুম্মা খাত্তা খুতুতান আন ইয়ামিনেহি ওয়া আন শিমালেহি ওয়া ক্বালা হাযেহি সুবুলুন আলা কুল্লে সাবিলিন মিনহা শায়তানুন ইয়াদয়ু ইলাইহি ওয়া ক্বারাআ (ওয়া আন্না হাযা সিরাতী মুস্তাক্বীমান ফাত্তাবেয়ুহু) মিশকাত হাদীস নং ১৬৬

অর্থঃ- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ হতে বর্ণিত যে নবীয়ে দোজাহান আলাইহিস সালাম আমাদের বোঝাবার জন্য একটি সরল রেখা টানলেন এবং এরশাদ করলেন ইহাই আল্লাহ পাকের পথ। তারপর ঐ সরল রেখার ডান ও বাম দিকে কিছু রেখা টানলেন এবং এরশাদ করলেন ইহা ও পথ কিন্তু এই সকল পথগুলি তে ইবলিস বসে আছে,এবং সে নিজের দিকে ডাকছে। এরপর নবীয়ে দোজাহান এই আয়াত পাঠ করলেন(ইহাই আমার সরল পথ সুতরাং ইহার অনুস্মরন কর)।

উক্ত হাদীস সম্পরকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহেলবি রহমতুল্লাহি আলাইহে ইলমে কালামের বিখ্যাত কেতাব মাওয়াকেফের কওল "ফিরকা নাজীয়া আহলে সুন্নাতি জামায়াত আন্দ" বর্ণনা করে বলছেন,

اگر گویند چگونہ معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت اند و ایں راہ راست است و راہ خدا است و دیگر ہمہ راہای نا راست و ہر فرقہ دعوی می کند کہ براہ راست است و مذہب وے حق- جوابش آنکہ ایں چیزے نیست کہ بمجرد دعوی تمام شود و برہان باید و برہان حقانیت اہل سنت و جماعت آنست کہ ایں دین اسلام بنقل آمدہ است و مجرد آن وافی نیست و بتواتر اخبار معلوم شدہ و بہ تتبع و تفحص احادیث و آثار متقین گشتہ کہ سلف صالح از صحابہ و تابعین باحسان و من بعد ہم ہمہ بر ایں اعتقاد و براین طریقہ بودہ اند این بدع و ہوا در مذاہب و اقوال بعد از صدر اول حادث شدہ واز صحابہ و سلف متقدین ہیچکس بر آں نبودہ و اینشاں مبترى بودہ اند ازاں و بعد از حدوث آں رابطہ صحبت و محبت کہ باآں قوم داشتند قطع کردہ و رد نمودہ و محدثین اصحاب کتب ستہ و غیرہا از کتب

Made with Xodo PDF Reader and Editor

مشہور معتمدہ کہ منبا و مدار احکام اسلام بر آنہا افتادہ و ائمہ فقہای ارباب مذاہب اربعہ و غیر ہم از انہا کہ در طبقہ ایشاں بودہ اند ہمہ بریں مذہب بودہ اند و اشاعرہ و ماتریدیہ کہ ائمہ اصول کلام اند تائید مذہب سلف نمودہ و بدلایل عقلیہ آن را اثبات کردہ و آنچہ سنت رسول صلی اللہ علیہ و سلم و اجماع سلف بر آن رفتہ بودہ مؤکد ساختہ اند ولھذا نام ایشاں اہل سنت و جماعت افتادہ اگرچہ ایں نام حادث است امامذہب و اعتقاد ایشاں قدیم است و طریقہ ایشاں اتباع احادیث نبوی صلی اللہ علیہ و سلم و اقتدا بآثار سلف و مسائخ صوفیہ از متقدمین و محققین ایشاں کہ استادان طریقت وزہاد و عباد و مرتاض و متورع و متقی و متوجہ بجناب حق و مبتری از حول و قوت نفس بودہ اند ہمہ بریں مذہب بودہ اند چنانکہ از کتب معتمدۂ ایشاں معلوم گردد و در تعرف کہ معتمد ترین کتابہای ایں قوم است و شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی در شان او گفتہ است لولا التعرف ماعرفنا التصوف عقائد صوفیہ کہ اجماع دارند بر آن آوردہ کہ ہمہ عقائد اہل سنت و جماعت است بے زیادتی و نقصان و مصداق ایں سخن کہ گفتم آنست کہ کتابہای حدیث و تفسیر و کلام و فقہ و تصوف و سیر و تواریخ معتبرہ کہ در دیار مشرق و مغرب مشہور و مذکور اند جمع کنند و تفحص نمایند و مخالفان نیز کتابہا را بیارند تا ظاہر شود کہ حقیقت حال چیست و بالجملہ سواد اعظم در دین اسلام مذہب اہل سنت است

কে আগার গোয়ান্দ চেগুনা মালুম শাওয়াদ কে ফিরকায়ে নাজীয়া আহলে সুন্নাত ও জামায়াত আন্দ ওয়া ঈঁ রাহে রাস্ত ওয়া রাহে খুদা আস্ত ওয়া দিগার হামা রাহহায়ে নার আস্ত ওয়া হার ফিরকা দাওয়া মি কুনান্দ কে বারাহে রাস্ত আস্ত ওয়া মাযহাবে ওয়ে হাক- জাওয়াবাশ আঁস্ত কে ঈঁ চিযে নিস্ত কে বে মুজাররাদ দাওয়া তামাম শাওয়াদ বুরহান বায়াদ ওয়া বুরহানে হাক্কানিয়াতে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত আঁস্ত কে ঈঁ দ্বীনে ইসলাম বা নকল আমদাহ আস্ত ওয়া মুজাররাদে আকল বা আঁ ওয়াফি নিস্ত ওয়া বা তাওয়াতুরে আখবার মালুম শুদাহ ওয়া বেহ তাত্তাবে ওয়া তাফাহুসে আহাদীস ও আসার মুত্তাকিন গাস্তা কে সালফ সালেহ আয সাহাবা ওয়া তাবেয়িন বা এহসানে মিন বাদেহিম হামা বার ঈঁ এতেকাদ ওয়া বার ঈঁ তারিক্বা বুদা আন্দ ওয়া ঈঁ বিদয়া ওয়া হাওয়াদিরে মাযহাব ও আকওয়াল

Made with Xodo PDF Reader and Editor

বাদ আয সাদরে আওয়াল হাদিস শুদা ওয়া আয সাহাবা ওয়া সালফে মতাকাদ্দেমিন হেচ কাস বার আঁ না বুদে ওয়া ঈশাঁ মুবতারি বুদা আন্দ ওয়া বায়াদ আয হুদুস ঈঁ রাবতায়ে সোহবাত ওয়া মুহাব্বাত কে বা আঁ কওম দাস্তান্দ ক্বাতা কারদাহ ও রাদ নামুদাহ ওয়া মুহাদ্দেসিনে আসহাবে কুতবে সিত্তাহ ওয়া গায়রাহা আয কুতুবে মাশহুর ও মোতামাদাহ কে মাম্বা ও মাদারে আহকামে ইসলাম বার আঁ উফতাদাহ ওয়া আইম্মায়ে ফোকাহায়ে আরবাবে মাযহাব আরবায়া ওয়া গায়রাহুম আয আহাঁ কে দার তাবক্বায়ে ইশাঁ বুদা আন্দ হামা বার ঈঁ মাযহাব বুদাহ আন্দ ওয়া আশারিয়া ওয়া মাতুরিদিয়া কে আইম্মায়ে উসুলে কালাম আন্দ তাইদে মাযহাবে সালফ নামুদাহ ওয়া বা দালায়েলে আকলিয়া আঁ রা ইসবাত কারদাহ ওয়া আঁচে সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া ইজমায়ে সালফ বার আঁ রাফতা বুদা মোয়াক্কাদ সাখতা আন্দ ওয়া লে হাযা নামে ইশাঁ আহলে সুন্নাত ওয়া জামাত উফতাদাহ আগারচে ঈঁ নাম হাদেস আস্ত ওয়া তারিকায়ে ইশাঁ ইত্তেবায়ে আহাদীসে নাবাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া ইক্তেদা বা আসারে সালাফ ওয়া মাশায়েখে সুফিয়া আয মোতাকাদ্দেমিন ও মুহাক্কেকিন ইশাঁ কে উস্তাদানে ত্বরিকাত ও যোহাদা ও এবাদ ওয়া মুরতায ওয়া মুতাওয়ারায়া ওয়া মুত্তাকি ওয়া মুতাওয়াজ্জাহা বা জানাবে হক ও মুবতারী আয হওল ও কুওয়াতে নাফস বুদাআন্দ হামা বারিঁ মাযহাব বুদাআন্দ চুনাঁ কে আয কুতবে মোতামিদা ইশাঁ মালুম গারদাদ ওয়া দার তাআররুফ কে মোয়তামাদ তারিন কেতাভায়ে ঈঁ কওম আস্ত ওয়া শায়েখুস শুয়ুখ শাহাবুদ্দিন সাহারওয়ারদি দার শানে উ গুফতা আস্ত লওলা আত তাআররুফ মা আরাফনা আত তাসাউউফ আকায়েদে সুফিয়াহা কে ইজমা দারান্দ বার আঁ আউরদাহ কে হামা আকায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাত আস্ত বে যেয়াদাতে ওয়া নুকসান ওয়া মিসদাক ঈঁ সুখান কে গুফতাম আঁস্ত কে কেতাবহায়ে হাদীস ওয়া তাফসীর ওয়া কালাম ওয়া ফেকাহ ওয়া তাসাউউফ ওয়া সেয়ার ওয়া তাওয়ারিখে মোতাবারাহ কে দার দায়ারে মাশরিক ও মাগরিব মাশহুর ও মাযকুর আন্দ জামা কুনান্দ ওয়া তাফাহুস নুমায়েন্দ মুখালেফান নিয কেতাবহা রা বেয়ারান্দ তা যাহীর শাওয়াদ কে হকীকতে হাল চিস্ত ওয়া বিল জুমলা সওয়াদে

Made with Xodo PDF Reader and Editor

আযাম দার দ্বীনে ইসলাম মাযহাবে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাত আস্ত (আসাতুল লুমাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৭৬)

অর্থঃ- নাজাত পাবে এমন জামাত সেটি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে কিভাবে বোঝা যাবে একমাত্র হক দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত? এবং এটাই সরল পথ ও আল্লাহ পর্যন্ত পৌছানোর পথ? এবং অন্য সমস্ত জামাত জাহান্নামের পথ? অথচ প্রত্যেক দল দাবী করছে যে তারা প্রত্যকেই হক পথে আছে।কিন্তু কেবল দাবি করলে চলবেনা এর জন্য মজবুত দলিল পেশ করতে হবে। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের সততার প্রমান এই যে, এই দ্বীন ইসলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়ে আমাদের নিকিট পৌছেছে।

ইসলামের আকিদা সম্পর্কে জানতে গেলে কেবল জ্ঞানই যথেষ্ট নয় বরং আখবারে মোতাওয়াতেরা(যে সংবাদ বহু মাধ্যমে সন্দেহাতিত ভাবে মানুষের কাছে পৌছায়,এক কথায় কোরান পাক) আসারে সাহাবা(সাহাবাগনের আমল ও উক্তি) ও হাদীসে খোঁজ করে পাওয়া যাবে।

সালফ সালেহিন অর্থাৎ সাহাবা তাবেঈন রিদওয়ানুল্লাহি তালা আলাইহে আজমাইন এবং তাদের পরে সমস্ত বুজুরগানে দ্বীন এই আকিদায় এবং এই তরিকার মতাবলম্বী ছিলেন। সাহাবাগণ ও তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহেদিন কেহই ঐ সমস্ত বাতিল জামাতের সমর্থনে ছিলেন না বরং এদের সঙ্গে তারা সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে ছিলেন।

এ ছাড়া ও সিহা সিত্তা ও অন্য সমস্ত হাদীসের কেতাবাদি যার উপর ভিত্তি করে ইসলামের হুকুম নিয়ম কানুন চলছে এই সমস্ত কেতাবের মুহাদ্দেসিন এবং হানাফী সাফেয়ী মালেকী হাম্বালী ফেকাহ শাস্ত্রের এমামগণ এবং এছাড়া অন্যান্য সমস্ত উলামায়ে কেরামগণ সবাই আহলে সুন্নাত ও জামাতের দলভুক্ত ছিলেন।

Made with Xodo PDF Reader and Editor

আশায়েরা ও মাতুরিদিয়া যারা উসুলে কালামের ইমাম আহলে সুন্নাত জামাত কে সমর্থন করেছেন এবং দলীল দ্বারা প্রমান করেছেন। যে সমস্ত বক্তব্যের উপর সুন্নাতে রাসুল ও এজমায়ে(ঐক্যমত)সালফ সালেহীন চলেছেন তাকে মজবুত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই কারনেই আশারিয়া ও মাতুরিদিয়ার নাম আহলুস সুন্নাত ওয়া জামাত হয়েছে।

তাঁদের ত্বরিকা হুজুর আলাইহিস সালাম পাকের হাদীসের অনুকরনে ও সালফ সালেহীনদের আদেশ ও আমলের উপর অনুস্মরণ করা এবং সুফিয়ায়ে কেরাম বর্তমান যুগের অধিকাংশ পীর ফকির দরবেশ সকলেই আহলে সুন্নাত জামাতের উপর কায়েম ছিলেন বা আছেন তার প্রমান তাঁদের লেখা বিখ্যাত কেতাবাদির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

সুফিয়ায়ে কেরামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেতাব তায়াররুফ যার সম্পর্কে হজরত শায়েখ শাহাবুদ্দিন সুহারবারদী রহমতুল্লাহি আলাইহে এরশাদ করেছেন যে যদি তায়াররুফ কেতাব না থাকত তাহলে আমরা তাসাউউফ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ থাকতাম।এই কেতাবের মধ্যে সুফিয়ায়ে কেরামের সমস্ত আকায়েদ বর্ণনা করা হয়েছে।এতে প্রায় সকল আকিদাই আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা বর্ণিত হয়েছে

আমার বর্ণনার সত্যতা এই যে হাদীস তাফসীর কালাম,ফেকাহ, তাসাউউফ,সেয়ার(জীবনি),তারিখ অর্থাৎ ইতিহাসের বিখ্যাত কেতাব সমুহ যা পৃথিবীর সব যায়গায় বিখ্যাত সেগুলিকে এক যায়গায় করে গবেষনা করা যায় তাহলে বাতিল জামাত বা দলের কেতাবাদির সকল সত্য ও মিথ্যা প্রকাশ হয়ে যাবে এবং সেই সকল আহলুস সুন্নাহ বিরোধী জামাত গুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও রহস্য মুসলমান সমাজের কাছে উদ্ঘটীত হবে এবং মোমিন ও মুশরেকিনদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারবে ও ইমান রক্ষার জন্য জাহেলি পথ ত্যাগ করে প্রকৃত মোমিন হিসাবে আল্লাহ ও রাসুলের সন্তুষ্টি লাভের জন্য অলি আওলিয়া ও পীর বুজুর্গ গনের পথ অনুসরণ করবে।

Made with Xodo PDF Reader and Editor

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

আন আবি হুরাইরাতা রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বালা,ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ইয়াকুনো ফি আখেরিয যামানে দাজ্জালুনা কাযযাবুনা ইয়াতুনাকুম মিনাল আহাদীসে বেমা লাম তাসমায়ু আনতুম ওয়া লা আবাউকুম ওয়া ইইয়াকুম ওয়া ইইয়াহুম লা ইয়ুদিল্লুনাকুম ওয়া লা ইয়ুফতেনুনাকুম। (মিসকাত শরিফ পৃষ্ঠা ২৮)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুল পাক আলাইহিস সালাম এরশাদ করেছেন শেষ যামানায় একদল ধোকা এবং মিথ্যা প্রচারকারি বের হবে তোমাদের সামনে এসে এমন সব কথা পেশ করবে যা তুমি কখনো শোনো নি এবং তোমার বাপ দাদারা ও সেই সময় ঐ সমস্ত ব্যক্তি হতে সাবধান থাকবে তোমার নিকট আসতে দিওনা যাতে তারা তোমাদের পথ ভ্রষ্ট না করে ফেতনায় ফেলে দেয়।

হজরত শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহেলেবী রহমতুল্লাহি আলাইহে উক্ত হাদীস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন

یعنی جماعہ باشند کہ خود را بمکر و تلبیس در صورت علما و مشائخ و صلحا و از اہل نصیحت و سنت نمایند تا در دغای خود را ترویج دہند مردوم را مذاہب باطلہ و آرای فاسدہ بخوانند

ইয়ানি জামাত বাশান্দ কে খুদ রা বা মাকরো তালবিস দার সুরতে উলমা ও মাশায়েখ ওয়া সোলাহা আয আহলে নাসিহাত ওয়া সুন্নাহ নুমায়ান্দ তা দার দাগাহাই খুদ রা তারিবীজ দেহান্দ মারদুম রা বা মাযাহিবে বাতেলা ওয়া আরাই ফাসেদা বা খানান্দ। (আশাতুল লুমাত খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৭২)

Made with Xodo PDF Reader and Editor

অর্থাৎ এমন একট দল বের হবে যারা আলেম ও পীর এবং নামাজীর বেশে সাধারন মুসলমানদিগকে ধোকা দিয়ে আপন মিথ্যা কথা প্রচার করে বাতিল আকিদা এবং ফাসিদ কর্মের দিকে আকৃষ্ট করবে।

সত্য সংবাদদাতা নবীয়ে দোজাহান আলাইহিস সালাম শেষ জামানায় যে সমস্ত দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদির দল বের হবে তাদের সংবাদ দিয়েছেন। উক্ত হাদীস শরীফে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তাহার নমুনা স্বরুপ নিচে কিছু বর্ণিত হল।

সুতরাং ঐ সমস্ত বাতিল আকিদার মধ্যে একদল হচ্ছে শীয়া রাফেযি যারা মওলা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আরো দুই একজন সাহাবা ছাড়া হজরত আবু বকর ও উমর ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম সহ বাকিদের মুরতাদ মনে করে ও সাহাবাদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে অথচ

কোরান ও হাদীসের গভীর অধ্যায়ন করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে শীয়াদের এই আকিদা কতটা ভ্রান্ত। শীয়দের এছাড়া আরো বহু ভ্রান্ত আকিদা আছে যা ইন শা আল্লাহ অন্য কোথাও উল্লেখ ও খন্ডোন করা হবে।

বাতিল ফিরকার মধ্যে একদল যারা নিজেকে আহলে কোরান বলে পরিচয় দেয় অথচ তারা নবীয়ে দোজাহান আলাইহিস সালাম কে কেবল মাত্র সংবাদ প্রদানকারী মনে করে এবং প্রকাশ্যে সমস্ত হাদীস পাক কে অস্বীকার করে। নবীয়ে দোজাহানের অনুসরনের অস্বীকার করে।এটা এমন ধরনের কথা যা আমাদের বাপ দাদারা ও শোনে নি।

অথচ আল্লাহ পাক আমাদের আদেশ দিয়েছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসুল।

(সুরা নিসা আয়াত ৫৯)

Made with Xodo PDF Reader and Editor

অর্থাৎ হে ইমানদারগণ আল্লাহ পাকের এবং তার রাসুল পাকের অনুসরণ কর।

বাতিল ফিরকার মধ্যে একদল হল কাদিয়ানি যারা মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি কে মেহদী,মুজাদ্দিদ,নবী, রাসুল মনে করে এবং নাবীয়ে দোজাহান আলাইহিস সালামের পর দ্বিতীয় নবী হওয়া কে জায়েজ মনে করে। এটি ও এমন ধরনের কথা যে আমাদের বাপ দাদারা কখনো শোনে নি। অথচ নবীয়ে দোজাহান আলাইহিস সালাম এরশাদ করেছেন।

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي.

আনা খাতামুন নাবিয়িয়ন লা নাবিয়া বাদি (তিরমিযি শরীফ হাদীস নং ২২১৯)

অর্থাৎ আমি শেষ নবী আমার পরে কোন নবী হবে না।

শুধু তাই নয় কোরান পাকের মধ্যে আল্লাহ আমাদের বলেছেন

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

মা কানা মোহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রেজালেকুম ওয়া লা কির রাসুলুল্লাহ ওয়া খাতামুন নাবীয়িইন (সুরা আহযাব আয়াত ৪০)

অর্থাৎ মোহাম্মাদ আলাইহিস সালাম তোমাদের মধ্যে কারো পিতা নয়,কিন্তু আল্লাহ পাকের রাসুল এবং সমস্ত নবীদিগের শেষ নবী অর্থাৎ নবী পাক আলাইহিস সালাম পাকের উপর নবীদের সিলসিলা খতম কারণ আমার রাসুল পাক নবুয়াতের দরজায় মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তার পর আর কোন নবী জন্মাবে না।

বাতিল ফিরকাগুলির মধ্যে তাবলীগি ওয়াহাবী দেওবান্দী ও জামাতে ইসলামি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাবলীগি জামাতের আকীদা যেমন ইলমে হুজুর আলাইহিস সালাম পাকের ছিল তেমনি ইলম শিশু পাগল এবং পশুর ও আছে। উদাহরণ স্বরুপ তাবলীগি জামাতের সব থেকে বড় নেতা মৌলুবি আশরাফ আলী থানবী সাহেব আপন পুস্তক হীফযুল ইমান পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় হুজুর আলাইহিস সালাম পাকে সমস্ত ইল্মে গায়েব কে ইনকার করতে গিয়ে কেবল কিছু ইলমে গায়েব কে প্রমান দিতে গিয়ে লিখেছেন

Made with Xodo PDF Reader and Editor

اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص-ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے

"ইসমে হুজুর কি হি কেয়া তাখসিস আইসা ইল্ম তো যায়েদ ও আমার বালকে হার সাবি ও মাজনুন বালকে জামিয়ে হাইওয়ানাত ও বাহায়েম কে লিয়ে ভি হাসিল হায়"।

মায়াজাল্লাহ

অর্থাৎ ইহাতে হুজুর আলাইহিস সালামের জন্য কোণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না বরং এমন ইল্ম তো যায়েদ আমর বরং সমস্ত শিশু পাগল এমনকি সকল পশু ও কীট পতঙ্গের ও আছে।

তাদের এটাও আকিদা যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর ও নবী আসতে পারে। যেমন দারুল উলুম দেওবান্দের ভিত্তি স্থাপনকারী কাসেম নানুতবী নিজ কেতাব তাহযিরুন্নাসের

عوام کے خیال میں تو راسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا باین معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں

"আওয়াম কে খায়াল মে রাসুলুল্লাহ কা খাতিম হোনা বা ঈঁ মানা হ্যায় কে আপকা জামানা আম্বিয়ায়ে সাবেকা কে যামানা কে বাদ আওর আপ সাব মে আখেরি নাবী হ্যাঁয় মাগার আহলে ফাহাম্ পার রওশান হোগা কে তাকাদ্দুম ইয়া তাআখুরে যামানি মে কুছ ফাযিলাত নেহি"।

অর্থাৎ সাধারন মানুষের ধারনা নবী আলাইহিস সালামের শেষ এই অর্থে বোঝায় যে নবীয়ে দোজাহানের জামানা পূর্বের নবীদিগের যুগের পর এবং হুজুর এনাদের সবার চেয়ে শেষ নবী। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যাক্তিদের নিকট পূর্বে ও পরে হওয়াতে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

এক কথায় খাতেমুন নাবিয়্যিনের অর্থ এই মনে করা যে হুজুর আলাইহিস সালাম শেষ নবী- এটা অজ্ঞদের কাজ।আস্তাগ ফিরুল্লাহ।

Made with Xodo PDF Reader and Editor

ওয়ি কেতাবের ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখছেন

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئیگا

"আগার বিল ফারয বাদে জামানায়ে নাবাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোই নাবি পায়দা হো তো ফির ভি খাতেমিয়াতে মোহাম্মাদি মে কুছ ফারক না আয়েগা"

অর্থাৎ যদি মনে করো হজুরের পরে কোন নবী এসে যায় তবু ও হুজুরের শেষ নবী হওয়াতে কোণ পার্থক্য আসবে না।

মোট কথা এই যে আপনার পরে দ্বিতীয় নবী আসতে পারে আস্তাগ ফিরুল্লাহ।

এই দলের আরো বিশ্বাস যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইলম ইবলিস এবং আজরাইল ফেরেস্তার চেয়েও কম। যে ব্যাক্তি শয়তান ও আজরাইলের ইলম কে স্বীকার করে সে মুসলমান,কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে ধারণা করে সে মুশরিক।

উক্ত তাবলিগ দলের বিশিষ্ট আলেম খলিল আহমাদ আম্বেঠি বারাহিনে ক্বাতিয়ার পৃষ্ঠা ৫৫ তে লেখা আছে

غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہین تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی کونسی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کرکے ایک شرک ثابت کرتا ہے

গওর কারনা চাহিয়ে কে শায়তান ও মালাকুল মওত কা হাল দেখ কার ইলমে মুহিতে জামিন কা ফাকরে আলাম ক্ব খিলাফে নুসুসে কাতিয়া কে বেলা

Made with Xodo PDF Reader and Editor

দালিল মাহেয কেয়াসে ফাসেদাহ সে সাবিত কারনা শিরক নেহি তো কওন সা ইমান কা হিসসা হে শায়তান ও মালাকুল মওত কো ইয়েহ উসয়াত নাস সে সাবিত হুই ফাখরে আলাম কি কওন সি উসয়াত ইলম কি কওন সি নাসসে কাতয়ি হায় কে জিস সে তামাম নুসুস কো রাদ কারকে এক শিরক সাবিত কারতা হায়

অর্থাৎ লক্ষ করা উচিৎ যে শয়তান ও মৃত্যুর ফেরেস্তার অবস্থা দেখে সমগ্র জমিনের ইলম নবী পাকের জন্য স্পষ্ট প্রমানাদির বাইরে বিনা দলিলে কেবল মাত্র অপযুক্তির মাধ্যমে প্রমান করা শিরক নয় তো ইমানের কোন অঙ্গের মধ্যে পড়ে শয়তান ও মৃত্যুর ফেরেস্তার এই জ্ঞানের গভীরতা তো স্পষ্ট নস দ্বারা প্রামানিত হুজুর পাকের কোণ গভীরতা জ্ঞানের কোন স্পষ্ট নস হতে প্রমানিত যে সমস্ত নস কে বাতিল করে শিরক স্থাপিত করার চেষ্টা চলছে। মায আল্লাহ

অর্থাৎ শয়তান ও মালাকুল মওতের জ্ঞান স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমানিত আর নবীজির জ্ঞান স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রামানিত নয় তাই নবীজির জ্ঞান বেশি মানা শিরক।

অথচ কোরানে সুরা আনামে আছে হে মাহবুব আপনি জা জানতেন না আপনাকে সব জানিয়ে দিয়েছি। এর চে স্পষ্ট আর কি হতে পারে যে নবী সমস্ত অজানা কে জানেন। কিন্তু শয়তান বা মালাকুল মওত কি সমস্ত অজানা কে জানে? যেখানে ফারিস্তাদের কে সৃষ্টীর সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা হবে সেই সকলের নাম জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতে অপরাগ ছিল সেই দলে তো তখন মালাকুল মওত এবং শয়তান (তখন সে আজাজিল) ও ছিল তারা বলতে পারেনি কিন্তু হজরত আদম বলে দেন। এই নাম গুলি অজানা কিন্তু কোরান বলছে নবীকে সমস্ত অজানা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এগুলি কে শিরক বলা কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শানে বেয়দবি নয়?

উক্ত দলের বড় আলিম ইসমাইল দেহেলেবী তার কেতাব এক রোযা পৃষ্টা ১৭ লিখেছে

Made with Xodo PDF Reader and Editor

قوله وهو محال لانه نقص والنقص عليه تعالى محال

اقول اگر مراد از محال ممتنع لذاته است که تحت قدرت الٰهیه داخل نیست پس لا نسلم که کذب مذکور محال بمعنی مسطور باشد چه مقدمه قضیه غیر مطابقه مواقع والقائے آں بر ملائکه وانبیاء خارج از قدرت الٰهیه نیست والا لازم آید که قدرت ینسانی از ید از قدرت رابانی باشد

অর্থাৎ আমি(ইসমাইল দেহেলবী) বলছি অসম্ভব হওয়া দ্বারা যদি তার সত্তাগত ভাবে না পাওয়া যায় যে মিথ্যা আল্লাহ তালার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত নয় তো আমরা এমন মিথ্যা কে অসম্ভব মানি না কারন বাস্তবতার বিপক্ষে কোন কাযিয়া ও খবর বানানো এবং তা ফারিস্তা কিংবা নবীগনের নিকট প্রকাশ করা আল্লাহ তালার কুদরতের বাইরে নয় নচেৎ জরুরি হবে যে মানুষের ক্ষমতা আল্লাহর ক্ষমতার চেয়ে বেশি

মাজা আল্লাহ।

এই সমস্ত বাতিল ফিরকয়ার মধ্যে একটি ফিরকা জামাতে ইসলামি। এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলুবি আবুল আলা মওদুদি লিখেছে

اسلامی اصطلاح میں جس کو فرشتہ کہتے ہین وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو یونان و ہندوستان وغیر ممالک کے مشرکین نے دیوی دیوتا قرار دیا ہے

ইসলামি ইস্তেলাহ মে জিসকো ফারিস্তা কাহতে হাঁয় ওহ তাকরিবান ওহি চিয হায় জিস কো ইয়ুনান ও হিন্দুস্তান ও গায়র মামালিক কে মুশরেকিন নে দেবী দেবতা কারার দিয়া হে।(তাজদিদে আহিয়া ওদ্বীন পৃষ্ঠা ১০ পুরানো এডিশন)

অর্থাৎ ইসলামি চলতি কথায় ফেরেস্তা তাকে বলা হয় যাকে ইয়ুনান ও ভারতবর্ষে মুশরিকগন দেবী ও দেবতা ধারনে করে।

তিনি তার কেতাব রাসায়েল ও মাসায়েল পৃষ্ঠা ৩৬ এ লিখেছেন

Made with Xodo PDF Reader and Editor

یہ کانا دجال وغیرہ توافسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں

ইয়েহ কানা দাজ্জাল তো আফসানে হ্যাঁয় জিন কি কোই শারয়ি হাইসিয়াত নেহি

অর্থাৎ এই কানা দাজ্জাল তো গল্প কথা যার শরিয়তে কোণো ভিত্তি নেই।

পুনরায় যখন কেউ একজন তানাকে এই এবারত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল তখন তিনি তার উত্তরে এই এবারতের অপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দাবি করলেন দাজ্জাল কখন ও কোথায় আসবে এগুলি নাকি মাজয়াল্লাহ নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কেবল ধারনা মাত্র আর সাড়ে তেরশ বছরের ইতিহাস এটাই প্রমান করে নাউযো বিল্লাহ

এটা এমন কথা যে আমাদের বাপ দাদারা ও কখনো শোনে নি

অথচ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى () إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

ওয়ামা ইয়ান্তেকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিয়ুন ইয়ুহা(সুরা নাজম)

অর্থাৎ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ইচ্ছায় কিছু বলেন না ওয়াহি ছাড়া

সুতরাং দাজ্জালের ঘটনা মেশকাত শরীফ হাদীসের কেতাবে কেতাবুল ফেতান অধ্যায়ের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। এর দ্বারা প্রমান পাওয়া যায় যে মৌদুদি সাহেব কোরান ও হাদীস শরীফকে ও অস্বীকার করে। যে ব্যাক্তি কোরান ও হাদীস কে অস্বীকার করে সে বেদ্বীন ও কাফের।

পূর্বে বর্ণিত আকিদা ছাড়াও এই দলগুলির বহু কুফরি আকিদা আছে। এই কারনে মক্কা শরীফ,মদিনা শরীফ,ভারত, সিন্ধু, পাকিস্থান, বর্মা, বেলুচিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের শত শত আলেম ও মুফতি

Made with Xodo PDF Reader and Editor

গন ফতোওয়া দিয়েছেন যে এরা সকলেই কাফের। সুধু এটাই না বরং আরো ফতোওয়া দিয়েছেন "মান শাক্কা ফি কুফরিহি ওয়া আযাবেহি ফাকাদ কাফারা"।–(হোসামুল হারামাইন ও আস সাওারেমুল হিন্দিয়া)। অর্থাৎ যারা এদের কাফের হওয়া সম্পর্কে ও সন্দেহ করবে তারাও কাফের

অথচ ফুরফুরা নামক একটি দল যারা নিজেদের সুন্নি বলে দাবি করে এবং সুন্নিদের ধোকা দিতে পীরি মুরিদি,মিলাদ কেয়াম,ফাতেহা ইত্যাদি করে থাকে কিন্তু উপরুক্ত বাতিল আকিদা গুলি জানার পর ও উপরুক্ত দল গুলি কে কাফের বলেনা বরং নিজেদের মতাদর্শের মনে করে ও ধারনা করে এটা নিছক ভুল হয়েছে এবং এদের সাথে নাকি তাদের সামান্য মত পার্থক্য। অথছ বেরেলবী জামাত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কে এরা বেদাতি ও পথভ্রসষ্ট পর্যন্ত মনে করে। তবে আজকাল অনেক ফুরফুরা সুন্নিদের ধোকা দিতে যেখানে যেমন সেখানে তেমন রুপ ধরে তাই এদের থেকে ও সাবধান হওয়া দরকার। কারন

মুসলমান কে মুসলমান এবং কাফের কে কাফের ধারনা করা দ্বীনের আবশ্যকতার মধ্যে গন্য যদি কোন বিশেষ ব্যাক্তির সম্পর্কে প্রকৃত বলতে পারা যায়না যে সেই ব্যাক্তির অন্তিন ইমানের উপর কিংবা (মায়জ আল্লাহ) কুফরের উপর যতক্ষন না তার শেষ অবস্থা শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমান না হয়। কিন্তু এর মানে এটা নয় যে যে ব্যাক্তি পরিস্কার ভাবে কুফর করল তার কুফরিতে কি ভাবে সন্দেহ করব। কারন যে পরিস্কার কুফর করেছে তার কুফরিকে ও সন্দেহ করে সে ও কাফের হয়ে যায়।

কিন্তু মূর্খরা বলে থাকে যে কিবলার অনুস্মরনকারি কে কাফের বলা উচিৎ নয় তার আকিদা যেমনই হোক না বা যাই করুক না কেন। এমনকি কাফের কে ও কাফের বলতে নেই। কিন্তু যদি এদের মধ্যে কুফরের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় তাহলে তাকে কাফের বলতে হবে।

Made with Xodo PDF Reader and Editor

যদি কোন প্রকার কুফরি ফতোওয়া প্রয়োগকারি বুঝতে পারে যে তার ফতোওয়া দেওয়া ভুল হয়েছে তাহলে তার জন্য জরুরী যে সেই ব্যাক্তি তওবা করে আপন ভুল ও তওবা কে ঘোষনা করে। কারন কাওকে মুসলমান জানা অবস্থায় তাকে কাফের ঘোষনা করলে সে নিজে কাফের হয়ে যাবে।

মুল্লা আলি কারি বলেছেন

، وأن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه لا يكفر ما لم يوجد شيء من أمارات الكفر وعلاماته، ولم يصدر عنه شيء من موجباته

ওয়া আন্নাল মুরাদা বে আদামে তাকফিরে আহাদিম মিন আহলিল কিব্লাতি ইন্দা আহলিস সুন্নাতে আন্নাহু লা ইয়ুকাফফারু মা লাম ইয়ুজাদ শাইইয়ুন মিন ইমারাতিল কুফরে ওয়া আলামাতেহি ওয়া লাম ইয়ুস দার আনহু শাইয়ুন মিন মওজেবাতেহি। (ফিকহুল আকবার পৃষ্ঠা ৪২৯)

অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের নিকট কিবলার অনুসারিদের কাওকে কাফের বলা যাবেনা দ্বারা উদ্দশ্য হল তাদের ততক্ষন কাফের বলা যাবে না যতক্ষন না তাদের মধ্যে কুফরের বিষয় বা চিহ্ন পাওয়া যায় এবং তার দ্বারা কোন কুফর সাব্যস্তকারি কোনো কোন জিনিস ঘটে।

হজরত আল্লামা ইবনে আবেদিন শামি রহমতুল্লাহি আলাইহে বলেন

لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير

লা খেলাফা ফি কুফরিল মুখালিফে ফি যারুরিয়াতিল ইসলামে ওয়া ইন কানা মিন আহলিল কিবলাতিল মাওয়াযিবে তুলা উমরেহি আলাত তাআতে কামা ফি শারহিত তাহরির। (ফাতাওয়া শামি খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৩০০)

Made with Xodo PDF Reader and Editor

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করে তার কুফর সম্পর্কে কোন বিরোধ নেই, এমনকি যদি সে কেবলার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সারা জীবন আনুগত্যের সাথে অবিচল থাকে।

হজরত ইমাম আবু ইয়ুসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহে বলেন

وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَذَّبَهُ أَوْ عَابَهُ أَوْ تَنَقَّصَهُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ

আইয়ুমা রাজুলিন সাব্বা রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আও কাযযাবাহু আও আবাহু আও তানকুসুহু ফাকাদ কাফারা বিল্লাহা ওয়া বানাত মিনহু যাওযাতুহু। (আলখেরাজ খন্ড ১ পৃষ্ঠা ১৯৯)

অর্থাৎ যে মুসলিম ব্যাক্তি রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবি করল বা হুজুর পাকের দিকে মিথ্যা অপবাদ দিল অথবা হুজুর আলাইহিস সালামের উপর কোনো ত্রুটি লাগালো এবং যে কোনো প্রকার বেয়াদবি করল সে আল্লাহ কে অস্বীকার করারই মত (অর্থাৎ কাফের হয়ে গেল) এবং তার স্ত্রী তার বিবাহ থেকে খারিজ হয়ে যাবে

সুতরাং এই সমস্ত প্রমানাদি দ্বারা ভালো ভাবে বুঝতে পারা যায় যে একমাত্র আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত জান্নাতি ও হক অর্থাৎ সঠিক দল বাকি ইসলামের নামে যে সমস্ত দল যেমন শীয়া, ওয়াহাবী,তাবলিগি,দেওবান্দি জামাতে ইসলামি কাদিয়ানী,নাচারী চাকরালবী,বাহাই,মোতাজালি ইত্যাদি অন্যান্য দলেরা বাতিল ও জাহান্নামি।

তাই এই সমস্ত বদ মাজহাব সম্পর্কে আমার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান বানি ইরশাদ করেছেন নমুনা স্বরুপ কিছু বর্ণনা করা হল

১عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ "

Made with Xodo PDF Reader and Editor

আন ইবরাহিম বিন মাইসারাতা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "মান ওয়াক্কারা সাহেবাল বিদয়াতে ফাক্বাদ আয়ানা আলা হাদামিল ইসলামে।(শুয়াবুল ইমান হাদীস নং ৯০১৮)

অর্থাৎ হজরত ইবরাহিম বিন মায়সারা হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে বিদয়াতির সম্মান করল সে ইসলাম কে ধংশ করতে সাহায্য করল/

২عن أنس قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا رأيتم صاحب بدعة فاكفهروا في وجهه فإن الله يبغض كل مبتدع

আন আনাসিন ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইযা রাআয়তুম সাহেবা বিদয়াতিন ফাকফাহিররু ফি ওয়াজহেহি ফান্নাল্লাহা ইয়াবগোদো কুল্লা মুবতাদিন।(ইবনে আসাকির হাদীস নং ৫১৪৪)

অর্থাৎ হজরত আনাস হতে বর্ণিত তিনি বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন যখন তুমি কোনো বদ মাযহাব কে দেখ তার দিকে ঘৃণিত ভাব দেখাও। কারন প্রত্যেক বদ মাযহাব কে আল্লাহ দুষমন রাখেন

৩عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا، وَلَا صَلَاةً، وَلَا صَدَقَةً، وَلَا حَجًّا، وَلَا عُمْرَةً، وَلَا جِهَادًا، وَلَا صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ»

আন হুজাইফাতা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা ইয়াকবালুল্লাহু লে সাহেবে বিদয়াতিন সাওমান ওয়া লা সালাতান ওয়া লা সাদকাতান ওয়া লা হাজ্জান ওয়া লা উমরাতান ওয়া লা জেহাদান ওয়া লা সারফান ওয়া লা আদলান ইয়াখরোজো মিনাল ইসলামে কামা তাখরুজুস শারাতু মিনাল আজিন। (ইবনে মাজা হাদীস নং ৪৯)

অর্থাৎ আবু হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ পাক কোণ বদ আকিদার না

Made with Xodo PDF Reader and Editor

রোজা কবুল করেন না নামাজ,না জাকাত, না হজ্জ, না উমরা, না জেহাদ, না নফল, না ফরজ। বদ মাজহাব দ্বীন হতে এমন ভাবে বের হয়ে যায় যেমন ছানা আঁটা হতে চুল।

সুতরাং **স্বয়ং** রাসুল পাক আলাইহিস সালাম যখন এদের সম্পর্কে বলে দিয়েছেন যে এরা নামাজি,রোজাদার ও হাজী হয়ে ও বাতিল। কারন আসলে রাসুলে পাকের সাথেই এদের খারাপ সম্পর্ক সেই কারনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ সানাসেমুহু আলাল খুরতুম। অর্থাৎ এদের চেহার শুকোরের মত কালো হয়ে যাবে।

সত্যিই এদের চেহারা রাসুলের দুষমনিতে কালো হয়ে গেছে সেই কারনে এই সমস্ত বেদ্বীন হতে একান্তই দুরে থাকা দরকার

তাই আমার রাসুল পাক আলাইহিস সালাম এরশাদ করেছেন

و ان مرضو فلا تعودهم وان ماتو فلا تشهدوهم و ان لقيتموهم فلا تسلموا عليه ولا تجالسهم ولا تشاربهم ولا تواكلهم ولا تناكحوهم و لا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم

অর্থঃ যদি তারা অসুস্থ হয় তো তাদের দেখতে যেওনা যদি তারা মারা যায় তো তাদের জানাজায় যেওনা তাদের সাথে সাক্ষাত হলে সালাম করোনা তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করোনা তাদের সাথে বিয়ে শাদি করোনা ত্তাদের জানাজা পড়োনা এবং তাদের সাথে নামাজ পড়োনা।

(হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, জামায়ুস সাহি, আবু দাউদ তিরমিজি হতে সঙ্কলিত)

এটা কোন বেরেলিপন্থি আলেম বা পীর সাহেবের ফাতোওয়া না বরং স্বয়ং রাসুলে পাকের আদেশ এর পর ও কি সন্দেহের অবকাশ থাকে?

তাই আমি আমার মুসলমান ভাই ও বোনেদের আন্তরিক ভাবে জানাচ্ছি যে ক্ষনস্থায়ী এই জগতে প্রকৃত হক পথ ভুলে অন্ধ মোহে নানা বাতিল দলের বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত হবেন না। পরকালে অনন্ত জীবনে

Made with Xodo PDF Reader and Editor

জাহান্নামের ভয়ংকর শাস্তির কথা চিন্তা করে এই সমস্ত বাতিল মত ও পথ পরিত্যাগ করুন এবং এদের সঙ্গে সমস্ত রকম ন সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ রাসুল,সাহাবা,আহলে বায়েত, তাবেয়িন ও বুজুরগানে দ্বীনের পথে প্রকৃত দ্বীনের পথে আসুন আহলে সুন্নাত জামায়তের সহিত যোগ দিয়ে আল্লাহ ও তার রাসুল পাকের সন্তুষ্টি লাভ করুন।

আপ্পারা আমার জন্য দোওয়া করুন যেন আমি ও্ব আমার আওলাদ বর্গ জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত হক পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে রাসুল পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি-আমিন বে জাহে সৈয়দিল মুরসালিন,ওয়া আলেহি ওয়া আসহাবেহি আজমাইন, ওয়া আলা সৈয়দেনা গওসুল আজম আমিনিল মাতিন।

.....।।

অতিরিক্ত সংযোজন

মওলা পাক ও আকিদা এ আহলে সুন্নত

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

🌹 🌹 মাওলা পাক ও আকাইদে আহলে সুন্নাত 🌹 🌹

এই পোস্ট সেই সব আলিমদের জন্যে যারা কিছু ভন্ড মুরীদের কারণে মাওলা পাকের বেপারে না যেনে ওনাকে শিয়া , রাফজি ইত্যাদি বলে ফতওয়া দেয় এবং সেই সকল ভন্ড জাহিল মুরীদের জন্যে যারা মাওলা পাকের দেওয়ান পাক না পড়ে রাফজী ও শিয়াদের আকিদা গ্রহন ও প্রচার করছে এবং হুজুর মাওলা পাক কে বদনাম করছে ..

আসুন হুজুর মাওলা পাকের আকিদা কি ছিলো দেখা যাক ওনার বিখ্যাত পুস্তক দেওয়ান হযরত জামাল যাকে দেওয়ান পাক বলে আমরা জানি তার মাধ্যমে...

Made with Xodo PDF Reader and Editor

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো পঞ্জাতেন পাকের সঙ্গে সঙ্গে চার ইয়ার কে ভালোবাসতে হবে কিন্তু শিয়া রফাজিরা ওনাদের কে ভালোবাসে না বরং উল্টে কুটুক্তি করে অথচ হুজুর মাওলা পাক লিখছেন

چار یار مصطفیٰ پر ہوں فدا نام خدا ..

چار سو ہے خلق چرچا مرا نام خدا ..

উচ্চারণ :- চার ইয়ারে মুস্তফা পর হুঁ ফিদা নামে খুদা

চার সু হে খালক মে চর্চা মেরা নামে খুদা ..

তর্জমা :- চার ইয়ারে উপর অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত উমর ফারুক এবং হজরত উসমান এবং হযরত আলীর উপর আমি ফিদা যে কারণে চতুর্দিকে আমার চর্চা হয় গিয়েছে..

🌹 🌹 শিয়রা চার ইয়ারেরর অনুসরন করে না বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী রা করে 🌹 🌹

🌹 মাওলা পাক বলছেন দেওয়ান হযরত জামালের মধ্যে 🌹

میں پنجتنی چار صحابہ کا ہوں پیرو

قائل نہ ہوں کیونکر میں امامان ہدا کا۔۔۔

উচ্চারণ :- মে পঞ্জাতানি চার সাহাবা কা হুঁ পাইরু..

কায়েল না হুঁ কিঁউকার মে ইমামানে হুদা কা..

তর্জমা :- আমি পঞ্জাতানী এবং চার সাহাবার অনুসারী তাহলে আমি হেদায়াত প্রাপ্ত ইমাম গন্দের কেনো মানবো না ..

Made with Xodo PDF Reader and Editor

শিয়া রফিজি গণ চার ইয়ারে প্রশংসা করে না সুন্নি রা করে

মাওলা পাক বলছেন .

بائی دین متیں ہیں چار عنصر سرع کے

شش جہت ہیں چار یار مصطفیٰ نام خدا

উচ্চারণ :- বানিয়ে দিন মতিন হে চার ইয়ার অনসার সারা কে

সাস জিহাত হ্যাঁ চার ইয়ার মুস্তফা নামে খুদা..

তর্জমা :- আল্লাহ পাকের দিনের প্রচারক সরিয়াতের চার মূল ও ছয় দিক হলেন চার ইয়ারে মুস্তফা..

হযরত আবু বকর সিদ্দিকের শান বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের দেওয়ান পাকের মধ্যে লিখছেন ..

ثانی اثنین اذہما فی الغار جن کا وصف ہے

افضل الامت ہیں وہ کہف الواری نام خدا

উচ্চারণ:- শানিয়ে ইসনাইন ইজহুমা ফিল গার জিস্কা ওয়াস্প হে

আফজালুল উম্মত হে ও কাহফালী ওয়ারা নামে খুদা

তর্জমা :- শানিয়ে ইস্নেন ইজ হুমা ফিল গার (এটা কুরান পাকের আয়াত) যার বিশেষত্ব (অর্থাৎ হযরত আবু বকর) হলে যিনি এক সঙ্গে গুহার মধ্যে ছিলেন তিনি হলেন উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ..

হযরত উমর ফারুকের শান বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের দেওয়ান পাকের মধ্যে লিখছেন ..

Made with Xodo PDF Reader and Editor

عادل و حق گو امیر المؤمنین ہے لاکلام

نام نامی ہے عمر جس کا شاہ کا نام خدا

উচ্চারণ :- আদিল ও হক গো আমিরুল মোমেনীন হে লা কালাম

নাম নামি হে উমর জিস সাহ কা নামে খুদা ..

তর্জমা :- ন্যায় পরায়ণ ও সত্তবাদী নিস্ন্দেহ ভাবে যিনি আমিরুল মোমেনীন যে বাদশাহর নাম হচ্ছে উমর ..

হযরত উমসান গানি শান বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের দেওয়ান পাকের মধ্যে লিখছেন

رتبہ عثمان ذی النورین اللہ غنی

ہے شاہ اقلیم ایمان و حیا نام خدا

উচ্চারণ :- রুতবা উসমান জি নুরেইন আল্লাহ গানী

হে সাহে আক্লিম ঈমান ও হায়া নামে খুদা

তরজমা :- হজরত উসমানের মর্জদা হলো যিনি হচ্ছেন জুন নারইন এবং জানাকে আল্লাহ গণী করে দিয়েছেন যিনি লজ্জা সিলতা এবং ঈমানে পরিপূর্ণ

হযরত মওলা আলীর শান বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের দেওয়ান পাকের মধ্যে লিখছেন

خسرو من کنت مولاہ غدیر خم کے شاہ

دہر میں ہے تاجدارِ ہل اتے نام خدا۔۔

উচ্চারণ :- খুসর ও মন কুন্ত মৌলাহু গদিরে খুম কে সাহ..

Made with Xodo PDF Reader and Editor

দেহের মে হে তাজদারে হল আতা নামে খুদা

তর্জমা :- রাজাধিরাজ এবং মান কূন্ত মৌলাহুর (এটি হাদিস) মাধ্যমে যিনি গদীরে খূমের বাদশাহ নিজ যুগে যিনি সাহায্য কারীদের সরদার ..

🌹 🌹 শিয়ারা চার সাহবী কে পঞ্জাতন পাকের শত্রু বলে অথচ মওলা পাক বলছেন 🌹 🌹

چار یار مصطفیٰ ہے پنجتن کے دوست دار

اہل ایمان ہے مقرر یا علی مرتضیٰ

উচ্চারণ:- চার ইয়ারে মুস্তফা হে পঞ্জাতন কে দোস্ত দার

আহেল ঈমান হে মূকারার ইয়া আলী মুর্তাজা

তর্জমা :- রাসূলে পাকের চার সাহাবী হলেন পঞ্জতানের বন্ধু আহেল ঈমান ইহার মাধ্যমে নির্ধারিত..

آپ کے بوبکر و عثمان و عمر ہے یار غار

اور اُنکے آپ یاور یا علی مرتضیٰ

উচ্চারণ :- আপ কে বু বক্কর ও উসমান ও উমর হে ইয়ারে গার

আউর উনেক আপ ইয়াওয়ার ইয়া আলী মুর্তাজা

তর্জমা:- হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর ফারুক এবং হজরত উসমান হচ্ছেন নবী পাকের বন্ধু আপনি হচ্ছেন তাদের সাথী ইয়া আলী মুর্তাজা..

جب مسلّم ہے کہ مسلم تمہارا دوست دار

ہو عدو کفار نہ کوئن کر یا علی مرتضیٰ۔۔

Made with Xodo PDF Reader and Editor

উচ্চারণ :- যাব মুসাল্লাম হে কি মুসলিম তুমহারা দোস্ত দার

হো আদু কুই কর না কাফির ইয়া আলী মুর্তাজা

তর্জমা :- যখন নির্ধারিত যে আপনার বন্ধুরা হচ্ছে প্রকৃতি মুসলিম

তখন তাদের শত্রু কেনো কাফির হবে না ইয়া আলী মুর্তাজা..

🌹 🌹 শিয়ারা হযরত আলীর খলাফত ছাড়া অন্য1 তিনি খলিফার

খেলাফত কে জবর দখল বলে 🌹 🌹

হুজুর মাওলা পাক নিজের কিতাব মধ্যে হুজুর গাউস পাকের প্রশংসা করতে গিয়ে লিখছেন :-

ہیں وہ خلف پنجتن احمد کے خلیفہ

حاصل ہے صرف اُن کو بھی چاروں خلفا کا

উচ্চারণ :- হে ওয়্যো খালফ পাঞ্জাতান আহমদ কে খলিফা

হাসিল হে সার্ফ উনকো ভি চারো খুলাফা

তর্জমা :- তিনি হচ্ছেন পাঞ্জাতানের পর নবীর খলিফা তাই তো তিনি ও পেয়েছেন তাই চার খলিফার মতো সম্মান ..

خلیفہ کر دیا حق نے اس ابن محمد کو

ابو بکر و عمر کا حیدر قرار و عثمان کا ..

উচ্চারণ :- খলিফা কার দিয়া হক নে উস ইবনে মুহাম্মদ কো

আবু বকর ও উমর কা হায়াদর করার ও উসমান কা ..

Made with Xodo PDF Reader and Editor

তর্জমা:- আল্লাহ পাক হুজুর গাউস পাক কে খলিফা করে দিয়েছেন হজরত আবু বকর এবং হযরত উমর ফারুক এবং হজরত আলী এবং হজরত উসমান গনির ..

صدق و سخا عادل و شجاعت میں فرد ہیں

نائب کیا ہے حق نے اُنہیں چار یار کا۔۔

উচ্চারণ :- সিদক ও শাখা আদল ও সুজায়াত মে ফরদ হ্যাঁ..

নায়েব কিয়া হে হক নে উনহে চার ইয়ার কা

তর্জমা :- সত্যবাদিতা, দানশীলতা ন্যায় পরায়ণতা ও সাহসিকতায় তিনি অনন্য আল্লাহ তায়ালা তানকে চার ইয়ারের নায়েব করে দিয়েছেন ..

بعد نعت مصطفیٰ و مدح آل و چار یار

ہم نے لکھی غوث اعظم کی ثنا نام خدا ..

এই ছাড়া বহু লাইন দেওয়ান পাকের মধ্যে আছে যেই গুলো তুলে দেওয়া যেতে পারে .. কিন্তু আফসোস উভায় পক্ষ ইনসাফের সাথে কাজ করে না .. জানার না জেনে মাওলা পাকের উপর ফতওয়া দিচ্ছে তাদের কে অনুরোধ করবো যে কিছু ভন্ড মুরিদদের কারণে মাওলা পাকের উপর ফতওয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকুন.. এবং সেই সকল ভন্ড মুরিদদের কে বলবো যে কোনো পাতি মৌলুবির বক্তব্য না শুনে দেওয়ান পাক বুঝে পড়ার চেষ্টা করুন ..